# খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে - ৩

God created all the visible cosmos ..... in six days.

ভিজ্যাব্‌ল্‌ কজমস্‌ (visible cosmos) অর্থাৎ যেগুলো শুধু খালি চোখে দেখা যায় যেমনঃ পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, নক্ষত্র (star), এবং উল্কাপিন্ড (shooting-star) এইগুলি গড ৬ দিনে সৃষ্টি করেছে। কোন কোন গড এগুলি সৃষ্টি করার পর নাকি টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিল। ফলে সপ্তম দিনে যেয়ে রেস্ট নিয়েছে! ইস্‌, এখনকার মত এনার্জেটিক খাবার দাবার তখন থাকলে গড নিশ্চয় টায়ার্ড হইত না। এ নিয়ে কেহ কেহ আবার বলে, ''দেখলে তো, তোমাদের গড কাজ করে টায়ার্ড হয়ে যায় কিন্তু আমাদের গড কখনও টায়ার্ড হয় না!''

যাইহোক, সায়েন্স বলে এই পৃথিবীর শুরু থেকে বর্তমান অবস্থায় আসতে কয়েক বিলিয়ন বছর লেগেছে। সায়েন্স দ্বারা লেজিটিমেট করার জন্য কেহ কেহ আবার বলে গডের একদিন সমান ৫০,০০০ বছর। তারা গডের ৬ দিনকে ৫০,০০০ দিয়ে গুণ করে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর বানাইতে গিয়ে ৩ লক্ষ বছরে এসে থেমে যায় (৬ × ৫০,০০০ = ৩,০০০০০)। আমি এক বড় scholar কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, গডের যেখানে শুধু ''হও'' বললেই নাকি হয়ে যায় সেখানে এই পৃথিবী সৃষ্টি করতে ৩ লক্ষ বছর লাগলো কিভাবে? উনি বলেছিলেন, এর দ্বারা গড নাকি খুব সতর্কতার পরিচয় দিয়েছে। গড নাকি তারাহুরা করেন নি। মনে হচ্ছে গড তারাহুরা করলে কিছু একটা বিপদ হয়ে যেত?! সেই গন্ডারের জোক্‌স মনে পড়ে গেল। গন্ডারের চামড়া নাকি এতই পুরু যে এ সপ্তাহে কাতুকুতু দিলে পরের সপ্তাহে নাকি হাসি পায়! গডের ক্ষেত্রেও এরকম কিছু নাকি? শুধু ''হও'' বলতেই ৩ লক্ষ বছর লেগে গেছে অথবা ''হও'' কথাটা ইমপ্লিমেন্ট হইতেই ৩ লক্ষ বছর লেগেছে!

আমরা খালি চোখে নক্ষত্রকে খুবই ছোট দেখি। টেলিস্কোপ ছাড়া কল্পনাই করা যায় না যে নক্ষত্রগুলো এতবড় হইতে পারে। উল্কাপিন্ডকে যখন হঠাৎ করে আকাশে জ্বলতে দেখা যায় তখন মনে হতেই পারে কোন ''ক্ষুদ্র'' নক্ষত্র বুঝি খসে পড়েছে! কোন কোন গড আবার এই উল্কাপিন্ডকে (shooting-star) সম্ভবতঃ মনে করেছে নক্ষত্র (star) এবং এই নক্ষত্রকে মিসাইল হিসাবে ব্যবহার করে ডেভিলকে তারাও করেছে। কিছু জিন্‌ নাকি চুপি চুপি সপ্তম আসমানে যেয়ে গডের মিটিং শোনার চেষ্টা করেছিল। গড মিসাইল (star) দিয়ে ধাওয়া করে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ ও করে দিয়েছে! মারহাবা!

মজার ব্যাপার হইলো চন্দ্র, সূর্য বা নক্ষত্রের আকার-আকৃতি বা দূরত্ব সম্পর্কে সবগুলো গডই বেশ চেপে গেছে! তারা একটু হিনট্‌স ও দেয় নাই। যা কিছু বলেছে তার সবই obvious. খালি চোখে একজন মানুষ যদি এক সকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সূর্য এবং চন্দ্রের গতিপথ লক্ষ্য করে তার কাছে খুব

স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে যে সূর্য এবং চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এবং পৃথিবী থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে একই ছেদের নীচ দিয়ে যাতায়াত করছে। সে কল্পনাও করতে পারবে না যে সূর্য এবং চন্দ্র একে অপর থেকে কত দূরে অবস্থিত। ফলে সে স্বাভাবিক ভাবেই আশ্চর্য্য হবে এই ভেবে যে, একই ছাদের নীচ দিয়ে দুটি জিনিস প্রতিদিন যাতায়াত করছে অথচ তারা একে অপরকে ধরতে পারছে না বা একে অপরের সাথে কোন সংঘর্ষ ও হচ্ছে না! কোন কোন গড ও এই অদ্ভুত সিনারিও দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে! পৃথিবী থেকে সমান দূরত্বে না মনে করলে বা একই ছাদের নীচে না মনে করলে সূর্য এবং চন্দ্রের সংঘর্ষের কথা আসবে কেন? যেখানে আবার অনেক নক্ষত্রও রয়ে গেছে (নক্ষত্রগুলো তো আর দৌড়াদৌড়ি করছে কিনা বুঝা যায় না, তাই নক্ষত্রের সাথে সংঘর্ষের কথা স্বাভাবিক ভাবেই আসেনি)। কোন কোন গড আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার পর কোথায় থাকে এ নিয়ে মনে হয় বেশ বিপদেই পড়ে গিয়েছিল। মিজ নাজমা মোস্তফার মত অনেক রিসার্স করার পর বলেছে যে, ‘‘সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরশের নীচে যেয়ে বিশ্রাম নেয় এবং সেজদায় গিয়ে গডের কাছে অনুমতি চায় পরদিন সকাল বেলা আবার ওঠার জন্য।’’

শুধুই কি তাই, কোন গডই এত বড় বড় সাগর মহাসাগরের আয়তন সম্পর্কে কোনই উচ্চ-বাচ্চ করেনি। কোন কোন গড শুধুই মিডল ইষ্ট রিজিয়নে যে সকল নদ-নদি, পশু-পাখি, ফল-মূল, লোকগাঁথা আছে সেগুলোই শুধু উল্লেখ করেছে। কোন কোন গড আবার শুধুই ইন্ডিয়া-নেপাল-শ্রীলংকা রিজিয়নে কিছু কিছু জিনিসের নাম উল্লেখ করেছে। তারা ভুলেও তাদের টেরিটরির বাহিরে পা রাখে নাই। অ্যামাজিং!

একথা সত্য যে, যুগে যুগে যারা নিজেদেরকে প্রফেট বলে দাবি করেছেন তারা সমসাময়ীক লোকদের তুলনায় অনেক এ্যাডভান্সড, বুদ্ধিমান, এবং স্মার্ট ছিলেন। যেমন ছিলেন গ্যালিলিও, নিউটন, এবং আইনস্টাইন। আমার ধারণা, নিউটন/আইনস্টাইন যদি নিজেদের প্রফেট দাবি করে বলত যে গতিসূত্র/আপেক্ষিকতাবাদ গডের রেভিলেশন (revelation) তাহলে অনেক লোকই তাদেরকে বিশ্বাস করত। আর আজ থেকে ১০০০/২০০০ বছর পরে তাদের ফলোয়ারের সংখ্যাও বিলিয়ন ছেড়ে যেত। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ও যদি নিজেকে প্রফেট বলে প্রচার চালাইত সেক্ষেত্রে ও মনে হয় ইন্ডিয়ার অনেক মানুষই তাকে ফলো করত; যেখানে অনেকেই সাপ, ইঁদুর, কচ্ছপের পূজা করে।

আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে, সত্যিকার অর্থেই যদি কোন ক্রিয়েটর থেকে থাকে এবং তিনি যদি কখনও কোন প্রফেট না পাঠাইয়া থাকেন এবং তার সামনে যদি সত্যি সত্যি বিচারের কাঠগড়ায় দ্বারাইতে হয় সেক্ষেত্রে প্রফেটদের কি হবে! আমার কথা না হয় বাদই দিলাম, যা হবার একটা কিছু হবেই। কিন্তু প্রফেটদের কথা চিন্তা করে মাঝে মাঝে আমি ঘুমাইতে পারি না এই ভেবে যে তাদের কি হবে (সত্যি বলছি)!

যাদের ধর্মগুলো সম্বন্ধে মিনিমান একটা ধারণা আছে তারা যদি একটু খোলা মনে চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারবে যে ধর্মগুলো ইভোলুশন (evolution) পদ্ধতিতে

একটির পর একটি এসেছে। সবচেয়ে পুরাতন ধর্মতে আমরা যত মিথ এবং আজগুবি সব কথাবাত্রা দেখি পরের ধর্মগুলোতে স্টেপ-বাই-স্টেপ সেটা অনেকটাই কমিয়ে এসেছে যদিও একেবারে মিথ ফ্রি হয় নাই। স্বাভাবিক ভাবেই যত দিন গিয়েছে গড ও ইভোলুশন পদ্ধতিতে ততই বুদ্ধিমান এবং স্মার্ট হয়েছে! গড ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছে যে ১০০০ বছর আগে যেটা বলেছিলাম সেটা এখন আর মিনিংফুল মনে হয় না। এখন একটু আপডেট করতে হবে। এভাবেই গড (রা?) ধীরে ধীরে রিলিজিয়ন গুলোকে আপডেট করেছে। একটি রিলিজিয়নের সাথে আরেকটি রিলিজিয়নের কিছু কিছু মিল থাকার কারণ হইলো, এই কমন পয়েন্টগুলো এখনও মানুষের কমনসেন্স এর মধ্যেই আছে; যার ফলে চেঞ্জ হয় নাই। বাদবাকি পয়েন্টগুলো সমসাময়ীক সময়ে মিনিংফুল মনে হইলেও পরবর্তীতে এসে মিনিংলেস হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে আপডেট হয়েছে। কিছু অ্যাডিশন-সাব্ট্রাকশন ও হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক।

একসময় মানুষ অনেক গডে বিশ্বাস করত। তারপর একজন এসে হয়ত বলেছে এতো গডে বিশ্বাস করা মিনিংলেস; সুতরাং গডের সংখ্যা কমাইয়া দাও। পরে আরেকজন এসে হয়ত বলেছে আরো কমাইয়া দাও। তারপর আরেকজন এসে বলেছে একাধিক গড থাকতেই পারে না; সুতরাং একটিই রাখ। এর পর যদি কোন প্রফেট আসে তিনি হয়ত বলবেন যে গড টার্মটাই আসলে রিডান্ড্যান্ট; সুতরাং এটাও বাদ দিয়ে দাও! শুধু ধর্মগ্রন্থগুলোর কনসেপ্ট'ই না, যে কোন বিষয় নিয়ে অ্যানালাইসিস করলেই দেখা যাবে যে সেটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই ইভোলুশন পদ্ধতিতে দিন দিন আপডেটেড হয়েছে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, এরোপ্লেন, টেলিফোন, কম্পিউটার, ইত্তাদি সবকিছুই ইভোলুশন পদ্ধতিতে দিন দিন এ অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। প্রথম আবিষ্কৃত কম্পিউটারের সাথে লেটেস্ট ল্যাপটপের তুলনা করুন; প্রথম আবিষ্কৃত টেলিফোন পদ্ধতির সাথে বর্তমান সেলুলার ফোনের তুলনা করুন; অথবা, একটি শিশুর সাথে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের তুলনা করুন। দেখবেন এ সবই ইভোলুশনের ফলাফল।

ধর্মগ্রন্থ গুলোতে সম্ভবতঃ ৯৯% (guess) কথাবার্তাই obvious যেগুলো একজন স্মার্ট এবং বুদ্ধিমান মানুষের মাথা থেকে বের হতেই পারে। বাকি যা কিছু ছিঁটে-ফোঁটা unobvious কথাবার্তা আছে সেগুলো কারো কারো কাছে বিশ্বাস করার মত sufficient না ও হইতে পারে। যে জিনিসের কোন অকাট্য প্রমান নেই সেটাকে ''নাই'' ধরে নেওয়াটাই বেশী যুক্তিসঙ্গত যতক্ষণ পর্যন্ত না কেহ অকাট্য দলিল-প্রমান সহ হাজির হচ্ছে। কমনসেন্স তো তাই বলে। তারপরও যদি কেহ অপ্রমানিত এমন কিছুতে বিশ্বাস করতেই চায় সেটা তার সম্পূর্ণ পার্সোনাল অ্যাফেয়ার হওয়া উচিৎ। নিজেই জানিনা কোনটা সত্য অথচ মানুষকে ''সঠিক পথে'' নিয়ে আসার গুরুদায়িত্ব হাতে তুলে নেওয়ার চেয়ে বড় হিপোক্রেসি বা আহাম্মকি আর কি হতে পারে? মানুষ তো কখনও বলে না যে, ''আমি বিশ্বাস করিনা দুধের রং সাদা'', ''আমি বিশ্বাস করিনা ২+২ = ৪'', ''আমি বিশ্বাস করিনা জীব মাত্রই মরণশীল'',.....; কিন্তু একটি জায়গাতে এসে মানুষ অবিশ্বাস করছে কেন??? মানুষ স্টুপিড নাকি যে অ্যাব্সলিউটলি বিশ্বাসযোগ্য একটি জিনিসকে বিশ্বাস করবে না??? বিশ্বাসযোগ্য নয় তাই বিশ্বাস করে না। প্লেইন এন্ড সিম্পল। এখানে জোর-জবরদস্তি বা টানা-হেঁচড়া করার কি আছে?

১৯৯৮ সালের ঘটনা। আমার এক ধার্মিক কলিগকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে মানুষ কেন জোড়-জবরদস্তি করে অপরের উপর ধর্ম (বিশ্বাস) চাপিয়ে দিতে চায়? কেহ নামাজ না পড়লে বা শুক্রবারে জুম্মায় না গেলে তো অন্য কারো ক্ষতি হচ্ছে না (জনাব জামিলুল বাসারের ভাষ্য অনুযায়ী তো প্রায় সবগুলো মুসলিমই শুক্রবারে জুম্মায় যেয়ে কোরাণ বিরোধী কাজ করছে; অথবা, প্রচলিত নামাজ-কালাম সবই কোরাণ বিরোধী!)? আপনাদেরকে কে দায়িত্ব দিয়েছে যে যারা নামাজ পড়বেনা তাদেরকে জোর করে নামাজ পড়াইতে হবে? ওনি অ্যামাজিং একটা উত্তর দিয়েছিলেন। ওনি বলেছিলেন যে, ''ফোঁড়া হয়েছে অপারেশন করতে হবে না?'' চিন্তা করুন, ওনারা মনে করছে নামাজ না পড়া মানে ''ফোঁড়া'' হওয়া সুতরাং সে ফোঁড়া তারা জোর করে অপারেশন করে দিতে চায়। আমি বললাম, একজনের ''ফোঁড়া'' হয়েছে কি না সেটা সে নিজেই জানলনা বা সত্যি সত্যি যদি ''ফোঁড়া'' হয়েই থাকে সেটা অপারেশন করতে হবে কি না সেটাও বুঝলনা অথচ আপনারা বুঝে গেলেন অপারেশন করতে হবে? আরও বললাম, বুশ-ব্লেয়ার যদি বলে যে ইরাক এবং আফগানিস্তানের ''ফোঁড়া'' হয়েছিল তাই আমরা অপারেশন করে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আপনার কেমন লাগবে (আমার তো খুবই বাজে লাগবে)? জবাব নেহি মিলেগা!

যথেষ্ঠ হয়েছে, এই ধরনের হিপোক্রেসির অবসান হওয়া উচিৎ। মানুষকে নিজের মত করে চলতে এবং চিন্তা করতে দেওয়া উচিৎ। যারা ঘরের কোণে বসে তছবি-জায়নামাজ নিয়ে পড়ে থাকতে চান; ভালো কথা, থাকুন। প্রয়োজনে মানুষ আপনাদের সাহায্য করবে। কিন্তু অপরের পার্সোনাল ব্যাপারে নাক গলাতে না আসাই ভালো যতক্ষণ পর্যন্ত না কারো দ্বারা কারো ক্ষতি হচ্ছে (বিশেষ করে materialistic ক্ষতি)।

এতগুলো মানুষ জাহান্নামের আগুনে অনন্ত কাল ধইরা পুড়বে এই ভেবে তাদের চিন্তায় ঘুম আসে না! গড ও মনে হয় এতো বেশী চিন্তা করার সময় পায় না! গড হয়তো জাহান্নামের টেম্পারেচার কিভাবে আরো বাড়ানো যায় সে রিসার্স নিয়েই ব্যস্ত। যাইহোক, তারা একা একা নাকি পোলাও-কোরমা খেতে চায় না; সবাইকে নিয়েই তারা পরপারে পোলাও-কোরমা-বিরানি খাবে! কেহ খেতে না চাইলেও তারা জোড় করে খাইয়ে ছাড়বে, এমনকি তাকে হত্যা করে হলেও। এহ্ মহাদরদি আর কাকে বলে! অথচ তারা নিজেরাই জানেনা যে তারা বিরানি পাবে নাকি টিরানি পাবে! পৃথিবীতে প্রতিদিন কত মানুষ না খেয়ে মারা যাইতেছে সেইদিকে তাদের খুব একটা ভ্রুক্ষেপ নাই অথচ তারা পরপারের পোলাও-কোরমা ভাগাভাগি নিয়ে ব্যস্ত!

**রায়হান।**